

## কৃষি সুপারিশ

২৭-২৮ ই জুন, ২০২২ (১২-১৪ ঠা আষাঢ়, ১৪২৯)

**পাট ক)** পাটের ঘোড়া বা তিড়িং পোক- সবুজ রঙের কীড়া চলার সময় পিঠের কিছুটা অংশ উঁচু করে চলে ও জগার কচি পাত খায়। **খ)** পাটের বিছা পোক-হলদে রঙের শূরোবৃজ কীড়া ছোটো অবস্থায় একসঙ্গে থাকে ও পাতার সবুজ অংশ বেয়ে জালের মতো করে দেয়। **গ)** পাটের মাকড়- লাল মাকড়ের আক্রমণে নীচের দিকের পুরানো পাতায় হলদে ছিট ছিট দাগ দেখা যায় তবে পাতা কোঁকড়ায় না। তিনটা পাটে বেশী আক্রমণ হয়। হলদে মাকড় পাতার নীচের দিকে রস চুষ খায় ও পাতা কুকড়ে তামাটে হয়ে যায়।

প্ৰথমে নিম্ন ঘটিত ঔষধ প্রয়োগ করুন ও পরে প্রয়োজনে ঔষধ যেমন, কার্বসালফান-২৫% বা কুইনালফস-২৫-ইসি ২মিলি হারে প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করুন। মাকড় দমনে ডাইকোফল ১৮. ৫% বা ফেনাজাকুইন ২মিলি হারে প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করুন।

পাটের **রোগের** মধ্যে কাড বা জঁটা পচা রোগে এই সময় পাতার অসংখ্য ছোট ছোট বাদামী দাগ দেখা যায় বা পরে বড় হয়ে বাদামী পচা অংশের সৃষ্টি করে। প্রতিকারে ম্যানকোজেব ৭৫% ২.৫ গ্রাম অথবা কার্বেডাজিম ৫০% ১ গ্রাম হারে প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করুন।

**অঙ্কুর- হালকা ও মাঝারি মাটিতে** ভাল হয়, তবে সব ধরণের মাটিতে চাষ করা যায়। জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে বীজ বুনতে হবে। একরে ১০ কেজি বীজের প্রয়োজন হয়। স্বল্প মেয়াদী জাত সারি ও গাছের দূরত্ব থাকে ১ ফুট, মধ্য মেয়াদী জাতে ২ ফুট ও ১ ফুট। প্রতি কেজি বীজের সঙ্গে থাইরাম ৭৫% ২ গ্রাম বা ম্যানকোজেব ৭৫% ৩ গ্রাম বা ক্যাপটান ৭৫% ২ গ্রাম মেশালেই বীজ শোধন হয়ে যাবে। বীজ বোনার কমপক্ষে ৭ দিন আগে বীজশোধন করে বোনার আগে রাইজেবিয়াম কালচার মেশাতে হবে।

**আউস ধান-জলের সুযোগ নিয়ে** আউস ধান রোপন করুন। মূল জমি তৈরীর সময় হেক্টর প্রতি জৈব সার ৫ টন ও রাসায়নিক সার হিসাবে নাইট্রোজেন ১৭.৫ কেজি, এবৎ ফসফেট ও পটাশ ৩৫ কেজি করে মাটিতে মিশিয়ে দিন। চারা ২০ সেমি X ১০ সেমি দূরত্বে রোয়া করুন। প্রতি হেক্টরে ৩-৪ টি চারা দিন।

**সবুজ সার** আমন ধান চাষে জৈবসার যোগানের জন্য সবুজসার হিসাবে ধনচে বীজ বোনার পরিকল্পনা করুন। এজন্য আমন ধান রোপনের দেড় থেকে দুই মাস আগে জৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে বৃষ্টির জলের সূত্রোগ নিয়ে ২টি চাষ দিয়ে বিঘাপ্রতি ৪ কেজি ধনচে বীজ বুনতে পারেন। বীজ বোনার আগে বিঘাপ্রতি ২০-২২ কেজি সিঙ্গল সুপার ফসফেট সার মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।

**আমন ধান-উন্নত জলদি জাত- পি.এন.আর ৩৮১, পি.এন.আর ৫১৯, রেণু পুষ, আই আর-৬৪ ডি.আর.টি-১, অজিত, বিনাধান- ১১, রাজেন্দ্র ভগবতী, নরেন্দ্রধান-৯৭, লাল মিনিকিট, নরনমনি ইত্যাদি।** বৃষ্টিনির্ভর নীচু জমির জন্য মধ্য মেয়াদী জাত (১ ফুট জল) লাল স্বর্ণ, সাবিত্রী, সিআর-১০০২, সিআর-১০১৪ শশী, ধীরেন্দ্র, রাণী ধান, স্বর্ণসার-১, এমটি ইউ-১০৭৫ ইত্যাদি। বীজতলা তৈরী- ০.১ একর বা ১০ শতক বীজতলার জন্য মূলসার হিসেবে গোবর বা কম্পোস্ট ১ টন, নাইট্রোজেন ২কেজি, ফসফেট-২কেজি ও পটাশ ২ কেজি লাগবে। কাদানো বীজতলার দানাদার কীটনাশক হিসেবে ১০ শতক বীজতলার ২কেজি কার্বফুরান ৩জি বা ৬০০ গ্রাম ফোরোট ১০ জি বা ১.৫ কেজি কারটাপ ৪জি চারা তোলার ৭ দিন আগে প্রয়োগ করে ২ ইঞ্চি জল ধরে রাখতে হবে।

**আষ ক) মুড়ি-আষ** চাষে মূলসার প্রয়োগের ৪৫ দিন পর প্ৰথম চাপান সার হিসাবে নাইট্রোজেন ৭৩ কেজি, ও পটাশ ২৩ কেজি প্রয়োগ করুন। দ্বিতীয় চাপান হিসাবে মূলসার প্রয়োগের ৯০ দিন পর নাইট্রোজেন ৭২ কেজি, ও পটাশ ২২ কেজি প্রয়োগ করুন। এই আষ চাষে রোগ-পোকের আক্রমণ বেশী হয়, সে দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখুন।

**খ) বসন্ত-কালীন** আষে প্রয়োজনীয় স্বেচ দিন, অগাছ পরিষ্কার করুন ও আষ বসানোর ৪৫ দিন পর প্ৰথম চাপান হিসাবে ৬৬ কেজি নাইট্রোজেন ও ৫০ কেজি পটাশ মাটিতে প্রয়োগ করুন। সর্ষী-ফসল হিসাবে দুই সারির মধ্যবর্তী জায়গায় টেঁড়সু পুঁই, বরবাতি ইত্যাদি শাক-সজীর চাষ করুন।

কৃষি সংক্রান্ত যে কোন সমস্যা সমাধানের জন্য ব্লকের সহকৃষি অধিকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার-এর

পক্ষে

কৃষি অধিকর্তা (জন সংযোগ, সম্প্রচার ও তথ্য),  
পশ্চিমবঙ্গ